সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের
আমেরিকার বিভিন্ন শহরে দ্বীনী সফরনামা, ২০১২

প্রফেসর হযরতের সাথে

আমেরিকা সফর

মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

দ্বীনী সফরনামা **প্রফেসর হযরতের সাথে** আমেরিকা সফর
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৪ - ২০১৯ মাকতাবাতুল ফুরকান
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
দ্বিতীয় প্রকাশ : মুহাররম ১৪৪১ / সেপ্টেম্বর ২০১৯
প্রথম প্রকাশ : মুহাররম ১৪৩৬ / নভেম্বর ২০১৪
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN : 978-984-91175-5-1

মূল্য : ৳ ৩০০.০০ (তিন শত আশি টাকা মাত্র)

USD 12.00

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com; www.kitabghor.com
www.wafilife.com; www.boi-kendro.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

আলহামদু লিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের এ দুনিয়াতে মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছেন। মুসলমান বানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত করেছেন। ইসলামের মতো এক অপূর্ব দ্বীন দিয়েছেন। উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রাখার তাওফীক দিয়েছেন। তাদের খেদমতে করার সৌভাগ্য দিয়েছেন।

সাধারণ মানুষ থেকে আল্লাহওয়ালাদের জীবন ভিন্ন। আবার সব আল্লাহওয়ালাদের জীবন একরকম নয়। এই ভিন্নতার প্রেক্ষিত তারা সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তাআলা তাদের পছন্দ করে নিয়েছেন। তারপর তাদের জীবন এবং কর্মের মধ্যেও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। এভাবে বিভিন্ন রুচিবোধের মানুষের জন্য হেদায়েতের রাস্তা সহজ করেছেন।

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম সে-রকম একজন আল্লাহওয়ালা—যার বিনয় ও ধৈর্য, দুনিয়া-বিমুখতা এবং সর্বোপরি সত্যের পথে নিরলস সাধনা বর্তমান সমাজে এক ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত। তার আশৈশব বেড়ে ওঠা ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারদের জন্য এক বিশেষ অনুপ্রেরণা। পরবর্তী সময়ে উলামায়ে কেরামের সোহবত তাকে এমন উচ্চতায় আসীন করেছে যে, উলামাদের জন্যও তিনি পরিণত হয়েছেন এক বাস্তব আদর্শে। তার বিখ্যাত কথা, 'আমি নিজে আলেম নই; কিন্তু উলামায়ে কেরামের জুতা বহন করতে পারাটাও আমি নিজের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করি।' এই এক বিরল অনুভূতি নিয়েই তিনি দ্বীনের কাজ করে যাচ্ছেন। ইসলাহী কর্মকাণ্ডে তার সহজ-সরল উপস্থাপনা

সবাইকে মুগ্ধ করে। তার সাথে থাকা, সফর করা এবং খেদমত করতে পারা—এ এক পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

আমি লেখক নই। এ বইয়ের অধিকাংশই হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের কথা ও বয়ান সংকলন। বাকীটাও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি ২৫ এপ্রিল থেকে ২৭ মে ২০১২ পর্যন্ত আমেরিকা সফর করেছেন। আমি তার সাথে খাদেম হিসেবে ছিলাম। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে হযরত বয়ান করেছেন। সেখান থেকে কয়েকটা লেখা হয়েছে। হযরতের বয়ানই মুখ্য। পাঠকেরা এগুলো থেকেই বেশি উপকৃত হবেন। এর সাথে আমি আমেরিকা সফরের কিছু বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার কোনো যোগ্যতা নেই। এজন্য এ সফরনামা লেখার আগ্রহ থাকলেও শুরু করার সাহস হচ্ছিল না। একটি ঘটনার পর কাজটি আমার জন্য সহজ হয়ে যায়।

জামেয়া রাহমানিয়া। মোহাম্মদপুর। আসরের নামাযের পর হযরত বয়ান করছেন। কয়েকদিন হয়েছে আমরা আমেরিকা সফর করে দেশে এসেছি। হযরত আমেরিকা সফরের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। এজন্যই এ মাহফিলের আয়োজন। আমি হযরতের পাশেই ছিলাম। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, 'আমার দিলে চায় আদম আলী কিছু কথা বলুক!' মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব এবং মুফতী মনসুরুল হক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম সামনে বসে আছেন। মাদরাসার ছাত্র, উস্তাযসহ অনেক মেহমান। পুরো হলরুম ভরা মানুষ। বসার জায়গা নেই। অনেকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা শুনছেন। আমি কাঁপা কণ্ঠে কিছু কথা বললাম। মজলিসের শেষ দিকে কেউ একজন প্রশ্ন করল, 'আমেরকিার সফরনামা কি বের হবে?' হযরত আমার দিকে ইশারা করে বললেন, 'ইনি যদি কিছু লেখেন।' হযরতের এই ইশারার মধ্যে দুআ আছে। নেকদৃষ্টি আছে। এ প্রেরণায় লেখা শুরু। আলহামদু লিল্লাহ, একদিন লেখা হয়ে গেল।

আমেরিকা সফর ছিল একটা ব্যতিক্রমী সফর। দীর্ঘ সফর। অনেকগুলো শহরে গিয়েছি আমরা। নিউইয়র্ক, বাফেলো, নায়াগ্রা, মিশিগান, আটলান্টা, ফ্লোরিডা, লস এঞ্জেলস, সান ফ্রান্সিসকো, ডালাস, হিউস্টন এবং অস্টিনে হযরতের প্রোগ্রাম হয়েছে। অনেক মানুষের সাথে মেশা

হয়েছে। অনেক কিছু দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। সমাজের ভেতর থেকে মুসলমানদের অবস্থা কিছুটা উপলব্ধি করার তাওফীক হয়েছে। হযরতের উসিলায় সেগুলো যতদূর পেরেছি, বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। কিছুদিন আগে হযরতের সাথে উমরার সফরে গিয়েছিলাম। সেখানে মক্কা-মদীনার পথে পথে এই সফরনামার অনেক অংশ লেখা হয়েছে।

পাশ্চাত্যের প্রসঙ্গ এলেই আমাদের সামনে এক ভিন্ন ছবি ভেসে ওঠে। সে ছবি জৌলুসের, প্রাচুর্যের আর অহমিকার। দ্বীনী কোনো ভাবনা আসে না। আমেরিকা সম্পর্কেও একই রকম। অথচ সেখানে অনেক মুসলমান আছেন। তারা যথাসাধ্য ইসলামের অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। তারা দ্বীনের জন্যও খুব কাজ করছেন। তবে সেটা জৌলুস, প্রাচুর্য আর অহমিকার প্রভাবমুক্ত নয়। এখন ইন্টারনেটে তথ্য পাওয়া অনেক সহজ। আর এর ওপর ভিত্তি করে মুসলমানদের জীবনও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এটাই সবচেয়ে মারাত্মক। খাঁটি উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে দ্বীন না শেখাতে সমাজে ভিন্ন এক মুসলিম গোষ্ঠী গড়ে উঠছে। তাদের কাছে আল্লাহওয়ালা নতুন শব্দ। এ শ্রেণীর মানুষ অপরিচিত। পরিপূর্ণভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করার আগ্রহ নেই। এরকম এক কঠিন সময়ে হযরত আমেরিকা সফর করেছেন। সে দেশের মানুষের কাছে তিনি এক আশ্চর্য প্রদীপ। যাকে সবাই ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছে। এ অনুভূতির কথাই সফরনামায় লেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাওলানা মুহাম্মাদ রিজওয়ানুর রহমান সাহেব, মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেব, মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মাশহুদুর রহমান সাহেব, মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন সাহেব, মুহাম্মাদ তৈয়বুর রহমান সাহেবসহ অনেকে এ লেখার প্রুফ দেখে দিয়েছেন। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে যারা আমাদের মেজবান ছিলেন, তারা প্রত্যেকে বইটি পড়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাদের সকলের কাছে আমি ঋণী।

বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। পুরো লেখায় অনেক তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো

অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এ লেখাকে কবুল করুন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

১৬ মুহাররম ১৪৩৬ হিজরী
২০ নভেম্বর ২০১৪ ঈসায়ী

কত দূর এলে হে সালেক? সালেক নিশ্চল।
দূর পথে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলে,
কষ্ট করে এতটা পথ এলাম
ক্রন্দসী আত্মায় দুঃখের নহর বইয়ে মনে হয়, কোথাও আসিনি।

সূচিপত্র

পূর্বকথা ১৩
ভিসা প্রসেস ১৪
সফরের শুরু ১৪
ঢাকা থেকে দুবাই ১৭
দুবাই থেকে নিউইয়র্ক ১৯

নিউইয়র্ক ২৫
নিউইয়র্কে শুক্রবার ২৬
ফ্লাশিং শহরের ফোল্ডিং চেয়ার ২৯
বাইতুল মোকাররম মসজিদ, এস্টোরিয়া ৩৩
একদিনের ব্যস্ততা ৩৪
স্নেহের ভাই ৩৮
দারুল উলুম নিউইয়র্ক ৪২
লং আইল্যান্ড সী বিচ ৪৪
বাইতুল হামদ মাদরাসা ৪৫
ম্যানহ্যাটন সিটি ৪৭

বাফেলো ও নায়াগ্রার গল্প ৫০
হযরতের কাছে বাইআত ৫১
পাসপোর্ট হারানোর ঘটনা ৫৪
নায়াগ্রায় শুক্রবার ৫৬
নায়াগ্রা জলপ্রপাত ৫৭
মিশি প্রসঙ্গ ৫৯

মিশিগানে এক রাত ৬১
এমডা মসজিদ, স্টারলিং হাইটস ৬২
রাতের ডিনার ৬৩
ভুল এবং মাশুল ৬৫

আটলান্টা ৬৬
স্টোন মাউনটেইন ৬৯

বার্নস এন্ড নোভেল ৭০
সওয়াব রেসানীর জলসা ৭২

ফ্লোরিডা ৭৬
ডিল্যান্ড শহরে মাহফিল ৭৭
পোর্ট অরেঞ্জ ৭৮
ডিজনি ওয়ার্ল্ড ৭৯
ডেটোনা সী বিচ ৮১
এক বৃদ্ধের কান্না ৮২
কেনেডি স্পেস সেন্টার ৮৩
জামা মসজিদ, অরল্যান্ডো ৮৬
শেষ বৈঠক ৮৭
লস এঞ্জেলসের পথে ৮৯

ক্যালিফোর্নিয়া ৯২
ম্যাস মসজিদ, সান্ডিয়াগো ৯৪
লস এঞ্জেলস শহরে ৯৫
বাইতুল মোকাররম মসজিদ, লেকউড ৯৬
প্যারাডাইস স্টোর ১০১
সিলিকন ভ্যালি ১০৩
সান ফ্রান্সিসকো ১০৫
ইয়োসমিটি ন্যাশনাল পার্ক ১০৬

ডালাস ১০৯
ডালাসে শুক্রবার ১১০
ইসলামিক এসোসিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস (আইএএনটি) ১১০
সকালের প্রি-ব্রেকফাস্ট ১১২
এক বালকের গল্প ১১৭
মসজিদ আবু বকর সিদ্দীক, হিউস্টন ১১৮
অস্টিনে এক রাত ১২৩
কারী রমাযান ১২৬
একটা হাতঘড়ি ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ১২৭
তারানা (মুনাজাত) ১২৯
ভ্যালি রেঞ্চ মসজিদ, ভ্যালি রেঞ্চ ১৩১
আরবিং মসজিদ ১৩২
সফরের শেষ মাহফিল ১৩৪
শেষ কথা ১৩৭

পূর্বকথা

মুহাম্মাদ মনির হোসেন। ডাকনাম টিপু। আমার বড়ভাই। তিনি আমেরিকায় গিয়েছেন প্রায় উনিশ বছর আগে। নিউইয়র্কে ছিলেন দীর্ঘদিন। সেখানেই বিয়ে করেছেন। এখন পরিবার নিয়ে ডালাসে থাকেন। ব্যবসা করেন। আমরা এক বছরের ছোট-বড়। একসাথেই বেড়ে উঠেছি। অসম্ভব কিছু ভালো যোগ্যতা আছে তার। তিনি খুবই মিশুক। অন্যের সাথে আন্তরিক হতে পারেন দ্রুত। যে কোনো সমস্যায় ডাকলেই তাকে পাওয়া যায়। এজন্য বাংলাদেশীদের মধ্যে তিনি কেবল পরিচিত নন, জনপ্রিয়ও বটে। আমি ২০১০ সালের জুন মাসে আমার এই ভাইকে দেখতে প্রথম আমেরিকা যাই। ওই সফরেই মনের মধ্যে প্রবল ইচ্ছা হয়, একদিন হযরতকে আমেরিকা নিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।

টিপু ভাইয়ের দ্বীনী বন্ধুরা আমার ব্যাপারে আগে থেকেই জানতেন। আমেরিকায় আসার পর তাদের সবার সাথে পরিচয় হয়। তারা তখন আমার ধর্মীয় অনুভূতির সাথেও পরিচিত হতে চাইলেন। এজন্য একটি মাহফিলের আয়োজন করা হলো। আমি এই সুযোগকে হাতছাড়া করিনি। হযরতকে টেলিফোনে তিরিশ মিনিট বয়ান করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি রাজি হলেন।

২৫ জুন ২০১০। ডালাসের রিচার্ডসনে এক বাসায় আমরা জমা হয়েছি। প্রায় দশ-বারো জন। মাগরিবের নামায শেষ হয়েছে একটু আগে। বাংলাদেশে তখন সকাল। ফজরের নামায পড়ে হযরত টেলিফোনে বয়ান করছেন। তার সামনে কোনো শ্রোতা নেই। শ্রোতা আমরা। প্রায় দশ হাজার মাইল দূরে। আমি লাউড স্পিকারে সে বয়ান সবাইকে শুনিয়েছি। সেদিন নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান বলে মনে হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। আমি মনে করি, হযরতের এই বয়ানের বরকতেই আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।

ভিসা প্রসেস

২০১১ সালের জুন মাসের কোনো এক সময় আমি প্রথম টিপু ভাইকে আমার ইচ্ছার কথা বলি। তিনি তার পরিচিত দ্বীনী বন্ধুদের বিশেষ করে হযরতের ছাত্রদের কাছে এ ব্যাপারে সহযোগিতা চান। তখন ইঞ্জিনিয়ার হাফিয ভাই এবং ইঞ্জিনিয়ার শিবলী ভাই এগিয়ে আসেন। তারা হযরতের ভিসা প্রসেসের জন্য খুব কাজ করেছেন। আমেরিকায় 'মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা' সংক্ষেপে মুনা (MUNA) নামে একটি সংগঠন আছে। ইঞ্জিনিয়ার হাফিজ ভাই এ সংগঠনের পরিচালকদের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি তাদেরকে হযরতের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং কাজ সম্পর্কে বলাতে তারা আগ্রহ প্রকাশ করেন।

মুনা আমেরিকার বিভিন্ন শহরে সারা বছর ধরে ইসলামের ওপর সেমিনারসহ নানা রকম সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তখন কাছাকাছি সময়ে ২ অক্টোবর ২০১১ তারিখে লস এঞ্জেলসে পেসিফিক জোনের রিজিওনাল কনভেনশন ছিল। মুনার পক্ষ থেকে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে হযরতের জন্য একটি আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়। এই আমন্ত্রণপত্র হাতে পাবার পর আমি ২০১১ সালের জুলাই মাসে হযরতের জন্য অনলাইনে ভিসা ফরম পূরণ করে আমেরিকান দূতাবাসে জমা দিই। নির্দিষ্ট তারিখে ইন্টারভিউ হলেও ভিসা সাথে সাথে হয়নি। অপেক্ষা করতে হয়েছে। প্রয়োজনীয় সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সের প্রায় চার মাস পর অনলাইনে জানতে পারি যে, হযরতের ভিসা হয়েছে। মাল্টিপল এন্ট্রির সুবিধাসহ পাঁচ বছর মেয়াদের ভিসা। সে কি আনন্দ আমার! আলহামদুলিল্লাহ। ততদিনে অক্টোবরের মুনার প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেছে।

সফরের শুরু

সবকিছু বিবেচনা করে সফরের সময় নির্ধারণ করতে কয়েক মাস লেগে যায়। তাছাড়া ২০১১ সালের শেষ দিকে হযরত হজ থেকে ফিরে শারীরিক সমস্যায় পড়েন। শেষ পর্যন্ত অপারেশন করা হয়। সুস্থ হতে প্রায় তিন মাস লাগে। ২০১২ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে ২৭ মে পর্যন্ত সফরের সময় নির্ধারণ করা হয়। বত্রিশ দিনের সফর। আমাদের মূল মেজবানরা থাকেন ডালাসে। প্রথমে শুধু ডালাসের চিন্তাই মাথায় ছিল। নিউইয়র্কে হযরতের

ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মাশহুদুর রহমান সাহেবের বড় মেয়ে ও জামাতা থাকেন। এজন্য নিউইয়র্কেও যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। হযরত বুয়েটে ছাব্বিশ বছর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে এসিসটেন্ট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আর এই ডিপার্টমেন্টের ছাত্ররাই আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে বেশি। ই-মেইলের কল্যাণে চারিদিকে হযরতের সফরের খবর ছড়িয়ে পড়ে। তখন আমেরিকার আরও অনেক শহর থেকে আমন্ত্রণ আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নিউইয়র্ক, মিশিগান, আটলান্টা, ফ্লোরিডা, লস এঞ্জেলস, সান ফ্রান্সিসকো এবং ডালাস শহর থেকে মেজবানদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়।

প্রথমে নিউইয়র্ক শহরে সাত দিন থাকতে হবে। শহরের বিভিন্ন মসজিদে প্রায় প্রতিদিনই প্রোগ্রাম আছে। সেখান থেকে নায়াগ্রা। নায়াগ্রায় হোটেল ঠিক করা হয়েছে। সেখানে একদিন থেকে পরদিন সড়কপথে মিশিগানের ট্রয় শহর। সেখানে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে। মাগরিবের পরে স্থানীয় এক মসজিদে প্রোগ্রাম। রাতটুকু থেকে পরদিন সকালেই আটলান্টা রওনা হতে হবে। আটলান্টায় থাকতে হবে তিন দিন। প্রথম দিন বিকেলে একটা প্রোগ্রাম। পরের দুদিন কোনো প্রোগ্রাম নেই। তারপর ফ্লোরিডায় চার দিনের প্রোগ্রাম। ফ্লোরিডায় ব্যস্ত সিডিউল। অনেকগুলো শহরে প্রোগ্রাম। ফ্লোরিডা থেকে যেতে হবে লস এঞ্জেলস। সেখানে দুটো শহরে প্রোগ্রাম। দুদিন থাকতে হবে। তারপর সড়কপথে লস এঞ্জেলস থেকে সান ফ্রান্সিসকো। সান ফ্রান্সিসকোতে কোনো প্রোগ্রাম নেই। সেখান থেকে ডালাস। ডালাসে দশ দিন থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসার টিকেট করা হয়। অনেক বড় সফর, অনেক পরিকল্পনা। প্রতিটা ক্ষেত্রেই মেজবানদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা হয় এবং আভ্যন্তরীণ প্লেন জার্নির সব টিকেট এক মাস আগেই অগ্রিম কেটে ফেলা হয়। আর আমেরিকায় যাওয়া-আসার টিকেট কাটা হয় প্রায় দুই মাস আগে।

আমার ব্যক্তিগত প্রস্তুতির সঙ্গে হযরতের খোঁজখবর রাখছিলাম। হযরত খুব ব্যস্ত। আমেরিকা সফর আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও হযরতের কাছে এর আলাদা কোনো মাহাত্ম্য আছে বলে মনে হলো না। অনেক লম্বা সফর। এজন্য রওনা হবার আগে হযরতকে ঢাকার বাইরে সফর কমাতে অনুরোধ করা হয়। তিনি রাজি হননি। সব প্রোগ্রাম ঠিক রাখলেন। কিছু অতিরিক্ত প্রোগ্রামও দিলেন।

এপ্রিলের শুরুতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ ও সিলেটে পাঁচ দিনের প্রোগ্রাম দিলেন। আমিও সেই প্রোগ্রামে হযরতের সাথে ছিলাম। এটা ছিল একটা কঠিন সফর। প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সেখানে শহরের পাইকপাড়া মসজিদে বাদ মাগরিব হযরত বয়ান করেন। রাতে আশিক প্লাজার আশিক হোটেলে থেকেছি। পরদিন হবিগঞ্জ। সেখানে চুনারুঘাটে চন্দনা গ্রামে একটা ফসলি ক্ষেতের মাঝে একটা মকতব হবে। এজন্য একটা ঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে হবে। হযরত আসবেন জেনে সিলেটের বিখ্যাত আলেম ও ওয়ায়েজ মাওলানা তোফাজ্জল হক সাহেবকেও খবর দেওয়া হয়েছে। তারা দুজনে মিলে মাটি কেটে এ মক্তবের কাজের উদ্বোধন করেন। ওইদিন বিকেলে চুনারুঘাটের নরপতি গ্রামে আরেকটা মকতব দেখতে গিয়েছি আমরা। হবিগঞ্জের সোনারতরী হোটেলে থেকে পরদিন সিলেট। সেখানে আসর থেকে এশা পর্যন্ত কয়েকটা মাহফিলে হযরত বয়ান করেছেন। রাতে শহরের প্রাইম হোটেলে ছিলাম।

পরদিন ফিরতি পথে আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রোগ্রাম। উঠলাম সেই আশিক হোটেলে। সেখানে হযরতের পরিচিত এক পুরানো ড্রাইভারের বাড়িতে সন্ধ্যার পর প্রোগ্রাম। ড্রাইভার সাহেবের নাম আব্দুল মতিন। অসুস্থ। এখন আর গাড়ি চালাতে পারেন না। তার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চিরকুট গ্রামে। ঘন গাছে ঘেরা পুকুরপাড়ে বাড়ি। বাড়ির উঠানে সামিয়ানা টাঙ্গানো। ভালো আয়োজন। গ্রামের মাহফিল। রাত গভীর না হলে জমে না। এখনো কেউ আসেনি। লোকজন বলতে আমরা কয়েকজন সফরসঙ্গী। পরবর্তী সময়ে কাছের একটি মাদরাসা থেকে খবর পেয়ে কয়েকজন আলেম এসে শামিল হয়েছিলেন। এশার নামাযের পর মাহফিল শুরু হলো। হযরত প্রথমে স্থানীয় আলেমদের বয়ান করতে দেন। তারপর তিনি কিছু নসীহত করে যখন মাহফিল শেষ করেন তখন রাত প্রায় দশটা। সেখান থেকে ফিরে রাতে হোটেলে থেকে পরদিন ঢাকা।

ফেরার পথে হযরত খুব ক্লান্ত ছিলেন; কিন্তু চেহারায় তার ছাপ নেই। তার কাছে আমেরিকা সফর আর সিলেট সফরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সবখানে দ্বীনের কাজই আসল, আল্লাহর সন্তুষ্টিই মূখ্য। তা সে যেখানেই হোক। সিলেট থেকে ফিরে সহসাই একদিন সময় হয়ে যায় আমাদের আমেরিকা সফরের।

ঢাকা থেকে দুবাই

২৫ এপ্রিল ২০১২। ফজরের পর থেকেই প্রস্তুতি। এটা কোনো আনন্দভ্রমণ নয়। একজন আল্লাহওয়ালার সাথে সফর। ধর্মীয় সফর। আত্মিক সংশোধনের এক মহাসুযোগ। এজন্য পরিবারও খুশি। ইংরেজি শিক্ষিতদের ধর্মীয় কাজে বাহবা পেতে বেশি সময় লাগে না। একটু ভালো কাজ করলেই প্রশংসার ফুলঝুরি ঝরতে থাকে। নেভীর অফিসার নামায পড়ে! এটাই তো অনেক। আহা! দাঁড়ি-টুপি আছে। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে। কত ধার্মিক! হযরত বলেন, 'বাহ্যিক সুরত ধরতে একজনের বেশি দিন লাগে না; কিন্তু মনের সংশোধন করতে অনেকের কয়েক যুগেও কিছু হয় না।' আমার হচ্ছে সেই অবস্থা। আমি আশা ছাড়ি না। একদিন ঠিকই ভালো হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ!

সকাল গড়িয়ে দুপুর। দুপুর পেরিয়ে বিকেল। বিকেল হতেই হযরতের সব প্রিয় মানুষেরা এসে উত্তরার মাদরাসায় জমা হলো। ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কষ্ট করে সবাই এসেছেন। উত্তরার তিন নম্বর সেক্টরের আঠার নম্বর রোডে তখন গাড়ির সারি। হযরতের গাড়ি সবার আগে। আমরা আসরের নামাযের পর পর এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হলাম। রাত নয়টা তিরিশ মিনিটে আমিরাতের ফ্লাইট। প্রথমে যাব দুবাই। সেখানে দুই ঘণ্টার ট্রানজিট। তারপর আর এক ফ্লাইটে নিউইয়র্ক।

আমরা প্রায় তিন ঘণ্টা আগেই এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেলাম। আমাদের বিদায় দিতে অনেকেই এয়ারপোর্টে এসেছেন। টিকেট কেটে দর্শক লাউঞ্জে প্রবেশ করেছেন। তাদের সাথে হযরত মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত সময় দিয়েছেন। একসাথে জামাতে নামায পড়েছেন। মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব ইমামতি করেছেন। তার তিলাওয়াত অপূর্ব সুন্দর। তার পেছনে নামায পড়তে ভালো লাগে। দুবাই পর্যন্ত প্লেনে আর নামায পড়তে হবে না। এটা ভাবতেই মনের মধ্যে একটা শান্তি শান্তি ভাব কাজ করল।

এশার নামাযের পর সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বিদায় নিতে সাধারণত ভালো লাগে না; কিন্তু এখন ব্যাপার ভিন্ন। আমার খুশির সীমা নেই। হযরতের সাথে সবকিছু ফেলে দূরে কোথাও যাওয়ার আনন্দই

আলাদা। এ অনুভূতি যাদের আছে তারা তখনো এয়ারপোর্ট ছেড়ে যায়নি। দর্শক-লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে আছে। যতক্ষণ দেখা গেল—আমি হাত নেড়ে নেড়ে তাদের দিকে ইশারা করলাম। একসময় তাদেরকে আর দেখা গেল না।

ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করে প্লেন ছাড়ার আগে ওয়েটিং লাউঞ্জে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে। আমিরাতের ফ্লাইট সাধারণত দেরি করে না। আজ দেরি করছে। খারাপ আবহাওয়া। একটু আগে অঝোরে বৃষ্টি হয়েছে। লাউঞ্জে বৃষ্টির শব্দ শোনা যায় না। গ্লাসে নাক লাগিয়ে দুহাত চোখের দুপাশে রেখে দৃষ্টি দিলে বাইরের ভেজা রানওয়ে চোখে পড়ে। বৃষ্টি দেখতে আমার তখন কোনো আগ্রহ নেই। আমার স্ত্রী ঘরে বানানো কিছু কেক আর স্যান্ডউইচ দিয়েছিলেন। এই সুযোগে হযরতকে খেতে অনুরোধ করলাম। তিনি সামান্য কিছু খেলেন। খেয়ে খাবারের খুব প্রশংসা করলেন। তারপর দুআ করলেন। অন্যের সামান্য উপকারের বদলা দিতে তার চেয়ে অগ্রণী আর কাউকে আমি কখনো দেখিনি।

রাত দশটায় প্লেনে বোর্ডিং শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত প্লেন ছাড়ে রাত এগারটায়। সারা দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম। টেনশনও ছিল। প্লেনে বসার পর খুব ভালো লাগল। আমি হযরতের পাশেই বসতে পারলাম। আমার কাছে একটা পকেট পিসি ছিল। সফরের কিছু নোট লেখার জন্যেই এটা কিনেছিলাম। সেটাতে ধর্মীয় কিছু ই-বুক কপি করে এনেছিলাম। হযরত সেখান থেকে একটা বই (Men Around the Messenger) কিছু সময় পড়লেন। কিছুক্ষণ ডায়েরী লিখলেন। তারপর প্লেনের খাবার খেলেন। মাছের ডিশ। আমিও তাই খেলাম। খেয়ে আর বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারিনি। একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। একেবারে দুবাইয়ের কাছাকাছি এসে জাগলাম।

স্থানীয় সময় রাত একটা পঞ্চাশ মিনিটে আমরা দুবাই পৌঁছি। এয়ারপোর্টে হযরতের জন্য হুইল চেয়ার বুক করা ছিল। এয়ারপোর্টের একজন কর্মী সেটা নিয়ে অপেক্ষা করার কথা। আমরা কয়েকজনকে দেখলাম হুইল চেয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হযরতকে দেখে একজন এগিয়েও এলো; কিন্তু সেটা তিনি ব্যবহার করলেন না; বরং আমাদের কাছ থেকে একটা হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে বহন করতে লাগলেন। আমাদের শত 'না'-কে তিনি

ফিরিয়ে দিলেন। আর বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহ, আমার হাঁটতে কোনো অসুবিধা নেই।'

ঢাকায় দেরি হওয়ার কারণে দুবাইতে আমাদের ট্রানজিট দুই ঘণ্টার পরিবর্তে এক ঘণ্টা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি করে পরবর্তী ফ্লাইট ধরতে হবে। আমেরিকায় যাবে—এরকম একজন বাংলাদেশী আমাদের সহযোগী হলেন। প্লেনেই তার সাথে পরিচয়। তিনি পেশায় ড্রাইভার। বাংলাদেশ থেকে বিয়ে করে স্ত্রীকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু স্ত্রী সেখানে পুরোপুরি আমেরিকান হয়ে যাচ্ছে দেখে সংসার ভাঙার ভয়ে দেশে রেখে ফিরছেন!

ট্রানজিটের সব কাজ সহজেই হয়ে গেল। আমাদের এখন ট্রাভেল করতে হবে প্রায় এগারো হাজার মাইল। সময় লাগবে চৌদ্দ ঘণ্টা। আমরা প্লেনের সীটে বসলাম। হযরতের পাশে বসে জীবনে আরেকটা দীর্ঘ জার্নির সুযোগ পেলাম। আল্লাহর অনুগ্রহের কোনো সীমা নেই। তার শুকরিয়া আদায় করার সাধ্য নেই। আলহামদু লিল্লাহ।

দুবাই থেকে নিউইয়র্ক

প্লেনে ওঠার কিছুক্ষণ পরেই ফজরের নামাযের সময় হয়ে যায়; কিন্তু যাচ্ছি তো পশ্চিমে। সময় হয়েও হচ্ছে না। প্লেনের একদম পেছনে জানালার পাশেই ক্রুদের বসার সীট। সীটগুলো ভাঁজ করা। ফলে খানিকটা জায়গা ফ্রি হয়ে আছে। ক্রুরা ব্যস্ত। হযরত সেখানে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। একসময় দিগন্তের রক্তিম আভা দেখে নিশ্চিত হলেন যে, ফজরের ওয়াক্ত হয়েছে। অনেকের কাছে প্লেনে নামায পড়া কঠিন। যারা পড়েন, তারা বেশিরভাগ অযু করতে চান। অযু না করলে মনে শান্তি লাগে না। অযু করতে গিয়ে প্লেনের বাথরুম টিস্যু আর পানিতে সয়লাব করে দেন। এরকম মুসল্লী বেশি থাকলে একসময় বাথরুম ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। তখন ক্রুরা সেটা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। অথচ উলামায়ে কেরামের মতে প্লেনে তায়াম্মুম করা জায়েজ।

হযরতের হ্যান্ডব্যাগ উপরের লাগেজ কেবিনেটে। তাতে মাটির টুকরা আছে; কিন্তু নামাতে কষ্ট হবে ভেবে প্লেনের ক্রুর কাছে হযরত তায়াম্মুমের জন্য একটা মাটির টুকরা চাইলেন। আমিরাতের প্লেনে

তায়াম্মুমের জন্য মাটির টুকরা এর আগেও আমি পেয়েছি। অবশ্য সেটা হজের সফর ছিল। এবার ক্রুরা আমাদের কথা শুনে বেশ অবাক হলো। মাটির একটা ছোট টুকরা—এই কথাটা ইংরেজিতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে বলা হলো; কিন্তু তারা সেটা বুঝতে পারছে না। মনে হলো, তায়াম্মুম—এ নামটাও কখনো শোনেনি। পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কি মুসলমান?' তারা বলল যে, না। আমি একটু অবাকই হলাম। আমিরাতের ফ্লাইটগুলোতে মুসলমানই বেশি থাকার কথা। এ ফ্লাইটটিতে মনে হল মুসলমান কোনো পার্সার নেই। শেষ পর্যন্ত আর তাদেরকে বোঝাতে পারলাম না। তখন আমি হযরতের ব্যাগ থেকে মাটির টুকরাটা বের করলাম। সেটা দিয়ে আমরা তায়াম্মুম করলাম। আমাকে নিয়ে হযরত প্লেনের এক কোণায় ফজরের নামায জামাতে পড়লেন। তারপর আমি কিছু সময় হযরতকে এমন এক হালতে পেলাম, যা বর্ণনা করা কঠিন।

হযরতের নিজস্ব একটা ভাষা আছে। এর নাম দিয়েছেন তিনি পিটহ্যাম (PITHAM)। এই পিটহ্যাম দিয়েই তিনি তার ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা ডায়েরীতে লেখেন, যা অন্যেরা বুঝতে পারে না। আমাকে সে ভাষা কিছুক্ষণ শেখালেন। অবশ্য আমাকে এ ভাষা আগেও শিখিয়েছেন। আমার পকেটে সব সময় এই ভাষার সাংকেতিক বর্ণমালার ইংরেজি প্রতিশব্দ লেখা একটা কপি থাকে। তখনো ছিল। হযরতের ডায়েরীতে নতুন কোনো লেখা পেলেই আবিষ্কারের নেশায় পেয়ে বসে আমাকে। এবার তিনি নিজেই ডায়েরী থেকে অনেক লেখা পড়ে শোনালেন। তারপর কুরআন শরীফের সূরা তাওবা থেকে একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন—

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

তোমরা বের হয়ে পড়ো স্বল্প বা প্রচুর (সরঞ্জামের সাথে) এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। (সূরা তাওবা, ৯:৪১)

ইংরেজিতেও তরজমা করলেন, `Go forth, whether light or heavy, and strive with your wealth and your

lives in the cause of Allah. That is better for you, if you only knew.'

তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, Light or Heavy (স্বল্প বা প্রচুর) মানে কী? আমি আর কী বলব! হযরত কিছু ব্যাখ্যা করলেন না। আমি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলাম। আমি ভাবাবেগের এই পরিবেশকে একটা প্রশ্নের জন্য উপযুক্ত সময় মনে করলাম। আমি হযরতকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমেরিকার এই সফরের ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কী?' ভেবেছিলাম হযরত কিছু বলবেন না। একটু থেমে তিনি বললেন, 'আমার কোনো যোগ্যতা নেই। আমি কোনো স্কলার নই, আলেমও নই। তারপরেও এটা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা, যদি তিনি চান আমার কাছ থেকে কাজ নিতে পারেন—এজন্য যাওয়া।'

প্লেনে অনেক দীর্ঘ সময়। আমি একটু পর পর উঠে আইলসের (দুই সারি সীটের মাঝখানে চলাচলের অংশ) মধ্যে পায়চারী করছিলাম। হযরতের কোনো বিরক্তি নেই। উৎকণ্ঠা নেই। হাত-পায়ের কোনো ছোড়াছুড়ি নেই। একভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার ক্লান্তির কোনো প্রকাশও নেই। সাধারণত প্লেনে হযরতের চোখ বন্ধই থাকত। প্রয়োজনে খুলতেন। না ঘুমালেও চোখ বন্ধ। দেখে বোঝার উপায় নেই যে, তিনি জেগে আছেন, না ঘুমিয়ে আছেন। আমি ঠিকই টের পেতাম। যখনই বুঝতাম তিনি সজাগ আছেন, তখনই একটু পানি অথবা জুস এগিয়ে দিতাম। তিনি খেতেন। বাথরুমে গেলে আমি হাত ধরে নিয়ে পৌঁছে দিতাম। কখনো সঙ্গে নিয়ে এমনি হেঁটেছি। এভাবে এক সময় জন এফ কেনেডি (জেএফকে) এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার সময় হয়ে এলো।

ল্যান্ড করার আগে সব সিংগেল প্যাসেঞ্জারকে ইমিগ্রেশনের জন্য দুটি করে ফরম দিয়েছে ক্রুরা। সে হিসেবে আমাদের দুজনের জন্য চারটি ফরম দেওয়ার কথা। আমাদের দেওয়া হলো তিনটি। আমি বললাম, আর একটি ফরম লাগবে। তখন মহিলা ক্রু বলল, 'আমি তোমাকে একটি কমন ফরম দিয়েছি। একই ফ্যামিলির জন্য সেটা একটা হলেই হয়। তিনি তো তোমার পিতা।' আমি বললাম, 'তিনি আমার রুহানী (আত্মিক) পিতা। একই ফ্যামিলির নন। আমাদের আরেকটি ফরম লাগবে।' মহিলা ক্রু কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। সে বলে উঠল, 'তুমিই

তো তাকে সারাক্ষণ ধরে ধরে হাঁটিয়েছ। তিনি তোমার বাবা নন?' অনেক বোঝানোর পর সে আমাকে আর একটি ফরম দিয়েছে। পুরো ব্যাপারটি আমার খুব ভালো লেগেছে।

জেএফকে এয়ারপোর্ট, নিউইয়র্ক (২৬ এপ্রিল ২০১২)

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা অবশেষে নিউইয়র্কের মাটিতে পা রাখলাম। স্থানীয় সময় তখন সকাল নয়টা। হযরত আর আমি ইমিগ্রেশনের জন্য লাইন ধরলাম। লাইন একটু লম্বা। অনেকগুলো বুথ থাকাতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। হযরত আগে গেলেন। খুব কম সময়ের মধ্যেই হযরতের ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ হয়ে গেল। এবার আমার পালা। আমি এগিয়ে যেতেই আমেরিকান ইমিগ্রেশন অফিসার আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যে, মনে হয় আমি কোনো অপরাধ করে এসেছি। তার দৃষ্টিতে আমি বুঝে গেলাম আমারটা সহজে হচ্ছে না। আমাকে সে ডেস্ক থেকে নেমে কাছাকছি হোমল্যান্ড সিকিউরিটির অফিসে নিয়ে গেল। এর আগেরবার যখন আমেরিকায় এসেছিলাম, তখন ইমিগ্রেশন হয়েছিল হিউস্টন এয়ারপোর্টে। সেখানেও আমাকে একই অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অফিস। একটা আদালতের মতো পরিবেশ। চারিদিকে অনেকগুলো ডেস্ক। প্রতিটি ডেস্কেই পুলিশ। পুলিশের কোমরে বিভিন্ন কমিউনিকেশন সেট। সঙ্গে একটা পিস্তল ঝুলছে। সবাই অনেক ব্যস্ত। অফিসের মাঝখানে বসার জায়গা। আমার মতো সেখানে অনেকেই আসামীর মতো বসে আছে। দাড়িওয়ালা মুসলিম পুরুষ, বোরকা পরা মুসলিম মহিলা এবং অনেক সময় সাধারণ মানুষকেও সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সের নামে আমেরিকায় প্রবেশের পূর্বে এই হোমল্যান্ড সিকিউরিটির জেরার মুখে পড়তে হয়। ঠিকমতো প্রশ্নের জবাব দিতে না পারলে সমস্যা। এখান থেকেই নিজ দেশে ফিরে যেতে হতে পারে। এই পুলিশরাই অনেককে এরকম ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। এদের অনেক ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে এদেশের সরকার। সুতরাং একটু ভয় তো ছিলই। যদি এখান থেকেই ফিরে যেতে হয়! কী হবে এত সব প্রোগ্রামের? তাহলে কি আমার আসা ব্যর্থ হয়ে যাবে? আমি মনে মনে বেশি বেশি হযরতের শেখানো দুআ 'ইয়া সুব্বুহু, ইয়া কুদ্দুসু, ইয়া গাফুরু, ইয়া ওয়াদুদু' পড়ছিলাম। একটু পরেই আমার ডাক এলো।

নিউইয়র্ক

(২৭ এপ্রিল - ৩ মে ২০১২)

এয়ার কমডোর কামাল সাহেব। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে দীর্ঘদিন সুনামের সাথে চাকুরী করেছেন। অবসর নিয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগে। তিনি একজন বহুল পরিচিত দ্বীনী ব্যক্তিত্ব। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিমান বাহিনীতে দাওয়াতে তাবলীগ একটি নিরপেক্ষ এবং অরাজনৈতিক কাজ হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। তার উসিলায় অধীন অনেক সৈনিক এবং অফিসার এ সময় দাওয়াতে তাবলীগের কাজ শুরু করেন। বিষয়টা সৈনিকদের ব্যক্তিগত চরিত্রগঠনে সহায়ক হওয়ায় কেন্দ্রীয়ভাবে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হয়নি; বরং তাবলীগের মারকাযে যাতায়াতের সুবিধার জন্য বেস থেকে গাড়ি দেওয়ার প্রচলন শুরু হয়। এটা তখন অন্য কোনো বাহিনীতে চিন্তা করা যেত না। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ কেউ ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করলেও এটাকে একটা অফিসিয়াল রুটিন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। বিমান বাহিনীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দ্বীনী মাদরাসা ও কুরআন শিক্ষা চালু করার ব্যাপারে কামাল সাহেবের ভূমিকা অনেক। আল্লাহ তাআলা তার কাজকে কবুল করুন।

কামাল সাহেবের চার ছেলে। সব ছেলেকে হাফেজ-আলেম বানিয়েছেন। তারা সবাই আমেরিকাতেই থাকে। তার বড় ছেলের নাম মাওলানা আহমাদুল্লাহ কামাল। জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, মোহাম্মদপুর থেকে ফারেগ। বিয়ে করেছেন হযরতের ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মাশহুদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের বড় মেয়েকে। নিউইয়র্কে মাওলানা আহমাদুলিল্লাহ কামাল সাহেবই আমাদের মূল হোস্ট। আমরা এখানে সাত দিন ছিলাম।

লং আইল্যান্ড শহর নিউইয়র্কের সবচেয়ে পশ্চিমে অবস্থিত। এর পশ্চিমে ইস্ট নদী। লং আইল্যান্ড এলাকাটা আর্ট ইন্সটিটিউশন, আর্ট গ্যালারি আর স্টুডিওর জন্য বিখ্যাত। মাওলানা আহমাদুল্লাহ কামাল সাহেব এ শহরের বাসিন্দা। ইস্ট মিডো এলাকার ক্যামব্রিজ স্ট্রিটে তার বাসা। ভাড়া বাসা। এখানে ধনীদের বসবাস বেশি। এজন্য বাসা ভাড়াও অনেক। বাসার কাছেই লং আইল্যান্ড মসজিদ। তিনি এ মসজিদের ইমাম।

আমেরিকার মসজিদের ইমাম সাহেবদের অনেক দায়িত্ব। ইমামতির সঙ্গে অনেক সামাজিক কর্মকাণ্ডও করতে হয়। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মুসলমানদের কাউন্সিলিং করতে হয়। মসজিদকেন্দ্রিক বিভিন্ন আলোচনা-সভা থাকে। কুরআন শরীফ শিক্ষার ক্লাশ থাকে। সেগুলো অর্গানাইজ করতে হয়। বিভিন্ন আঞ্চলিক মুসলিম সংগঠনের ইসলামিক সেমিনারে ইমাম সাহেবদের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। এসব সেমিনারে পাশ্চাত্যে মুসলমানদের অবস্থা পর্যালোচনা ও উন্নতি বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করা হয়। এদেশে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের প্রচার-প্রসার করা, তাদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্যকে তুলে ধরার জন্য একজন ইমামের ব্যক্তিগত চারিত্রিক প্রভাব অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য যারা সচেতন, তাদের জীবন অনেক পরিচ্ছন্ন। আমাদের হোস্ট সেরকম একজন মানুষ। তার বাড়িতে মেহমান হিসেবে আমার এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়েছে। এ এক চমৎকার অভিজ্ঞতা! ইসলামে মেহমানদের প্রাপ্য যেসব হক্কের কথা আলোচিত হয়েছে, তিনি তার সবই পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছেন।

নিউইয়র্কে শুক্রবার

নিউইয়র্কে পৌঁছার পরের দিনই ছিল শুক্রবার। সেদিন লং আইল্যান্ড মসজিদে ফজরের নামায পড়েছি। এই মসজিদের অফিসিয়াল নাম হচ্ছে লং আইল্যান্ড মুসলিম সোসাইটি সংক্ষেপে লিমস (LIMS)। ইমাম আমাদের হোস্ট। পুরো সুন্নাত তরীকায় সূরা আলিফ-লাম-মীম সিজদা এবং সূরা দাহর দিয়ে নামায পড়ালেন। খুব মিষ্টি পড়া। হযরত খুব পছন্দ করলেন। জুমুআর নামাযের আগে হযরতের বয়ান ছিল মাদানি মসজিদে। এটা নিউইয়র্কের কুইনস (Queens) শহরের উডসাইড এলাকায় বাঙ্গালীদের একটা মসজিদ। মসজিদের ইমাম বাংলাদেশী। হাফেজ রফিক সাহেব। হযরতের এই প্রোগ্রামের ব্যাপারে খুব কাজ করেছেন। প্রথম

দিকে মুসল্লী কম ছিল। পরে পুরো মসজিদই ভরে যায়। এটা ছিল নিউইয়র্কে হযরতের প্রথম আনুষ্ঠানিক বয়ান। মুসল্লীরা সব বাঙ্গালী হওয়াতে হযরত বাংলাতেই বয়ান করলেন।

হযরত এখানে দ্বীনী আলোচনার মূল উদ্দেশ্য এবং এ ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামের মূল পার্থক্য, উলামায়ে কেরামের বর্তমান সামাজিক অবস্থান এবং তাদেরকে আগন্তুক আখ্যায়িত করে মুসলমানদের জন্য অপূর্ব কিছু নসীহত করেছেন। ঈমানের মূল বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ গায়েবের অন্তর্ভূক্ত। আর গায়েবী বিষয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। আমেরিকার মুসলমানদের অনেকেই খণ্ড বিশ্বাস নিয়ে ধর্ম-কর্ম করছে। পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে অনুসরণ করার যেন কোনো তাকিদ নেই। নামাযের সময় নামায পড়ছে; কিন্তু নিজের ব্যবসা হালাল হচ্ছে কি না, সেদিকে খেয়াল নেই। দোকানে হারাম জিনিস বিক্রি করছে। সুদ আর ব্যবসার মধ্যে যেমন অনেকে পার্থক্য খুঁজে পায় না, এখানে তেমনি অনেকে ব্যবসায় মালামালের মধ্যে হালাল-হারাম দেখতে চায় না। মাল বিক্রি করে টাকা উপার্জন করছে। এখন সে মাল শরাব হোক অথবা অন্য কোনো হারাম জিনিস হোক। পরওয়া নেই। সামাজিকতার দোহাই দিয়ে নিজের বিশ্বাসকে আড়াল করছে। আল্লাহওয়ালাদের সাথে খুব গভীরভাবে না চললে এ মোহ থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন।

মাগরিবের পরে প্রোগ্রাম ছিল আবু হুরায়রা মসজিদে। এটা নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটে। এই মসজিদের ইমাম মাওলানা ফায়েক উদ্দিন। বাংলাদেশী। ঢাকার যাত্রাবাড়ি মাদরাসায় কিতাব প্রকাশনার কাজে জড়িত ছিলেন দীর্ঘদিন। হযরত ইংরেজিতে বয়ান করেন। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় এ বয়ানে আলোচিত হয়। হযরত বলেন যে, কুরআন শরীফে বড় বড় থিওরীর কথা আলোচিত হয়নি। মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। আমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। সবকিছুর হিসাব দিতে হবে। কেবলমাত্র আল্লাহর ওপর বিশ্বাস যথেষ্ট না। তার একত্মবাদের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস জরুরী। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তার কোনো সাহায্যকারী নেই। তিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক। চন্দ্র-সূর্যকে তিনি মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এখন আমাদের কাজ তার শোকরগুজারি করা। আখেরাতের সম্বল কামাই করা। দুনিয়ার কোনো

পদ, সম্পদ কবরে যাবে না। কেবল নেকী যাবে। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ-অনুকরণ প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সে তাওফীক নসীব করুন। এ মসজিদে বয়ান শেষ হতেই এক পাকিস্তানী ভদ্রলোক হযরতের সাথে মুসাফাহা করতে আসেন। ভদ্রলোক মুসাফাহার সময় তার পকেটে যত ডলার ছিল, সবই হযরতকে হাদিয়া হিসেবে পেশ করেন। হযরত সেটা সবিনয়ে ফিরিয়ে দেন। আর বলেন যে, এটা হাদিয়া নেওয়ার সময় নয়। এতে লোকটি বেশ অবাক হলো।

হাদিয়া প্রসঙ্গে হযরত একটা ঘটনা বলেন। ১৯৬৮ সালে ইংলিশ ইলেকিট্রক কোম্পানিতে চাকুরী করার সময় তিনি আজিমপুরে থাকতেন। তখন মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথে তার পরিচয় হয়। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব খুব বড় আলেম ছিলেন; কিন্তু তিনি ছিলেন মজযুব প্রকৃতির। তার পাণ্ডিত্য বোঝা যেত না। তিনি বাংলাদেশের শাইখুল হাদীস মাওলানা আযিযুল হক সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে এক রুমে থেকে বোম্বাইয়ের উত্তরে ঢাভেল শহরের জামেয়া ইসলামিয়া মাদরাসায় পড়েছেন। ভারতের বিখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে ও শাইখুল হাদীস সাহেবকে বুখারী শরীফ পড়িয়েছেন। শাইখুল হাদীস সাহেবকে সবাই সূর্যের মতো চেনে। আর মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবের কথা খুব কম মানুষই জানে। হযরত তার কথা প্রায়ই বলেন।

১৯৭১-৭২ সালের ঘটনা। একবার হযরতের বুয়েটের বাসায় এক মাহফিলে মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব বয়ান করেন। এ মাহফিলে বুয়েটের একজন প্রফেসর সাহেব ছিলেন যিনি হযরতেরও শিক্ষক ছিলেন। বয়ান শেষে এই প্রফেসর সাহেব মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবকে দশ টাকা হাদিয়া দেন। মজলিসে আরও অনেক লোক ছিল। এজন্য তিনি কিছু না বলে হাদিয়া গ্রহণ করেন। পরে তিনি সেই টাকা হযরতকে দিয়ে ফেরত পাঠান। কারণ হিসেবে তিনি হযরতকে জানান, 'আপনার অমুক প্রফেসর সাহেবের হাদিয়ার টাকা তাকে ফেরত দেবেন। তিনি এক পর্যায়ে বলেছেন, 'আমরা হাদিয়া-তোহ্ফা না দিলে মৌলবীরা কীভাবে চলবেন?' আমাদেরকে যারা মহব্বত করে দেয়, আমরা তাদেরটা খাই। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যারা হাদিয়া দেয়, তাদেরটা আমরা নেই না।' হযরত

Also from MAKTABATUL FURQAN

পরিবর্তন ও প্রত্যাবর্তন
মুহাম্মাদ আদম আলী

পৃষ্ঠা ১৪৪; ৫.৫ x ৮.৫ ইঞ্চি (হার্ড কভার)
প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০১৫
ISBN : 978-984-92291-9-3
মূল্য : ৩০০ টাকা

মুহাম্মাদ আদম আলী এখন প্রফেসর হযরত হামীদুর রহমান সাহেবের সান্নিধ্যধন্য ও সান্নিধ্যমুগ্ধ একজন পরিণত দ্বীনপ্রাণ মানুষ। আকর্ষণীয় গদ্যের লেখক এবং একজন প্রকাশক। এটাই এখন তার জীবন, তার নেশা, তার পেশা; অথচ একদা তার জীবনটা এমন ছিল না। আনুষ্ঠানিকভাবে তার সর্বশেষ সরকারি চাকরির পদবী ছিল বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কমান্ডার—লে; কর্নেল পদমর্যাদার অফিসার।

তিনি তার জীবনের গল্প এ বইটিতে লিখেছেন। বুয়েটের আধুনিক জীবন, আবৃত্তি, মার্শাল আর্ট আর প্রগতির নানা বাতাসের সঙ্গে ছুটাছুটি। এভাবেই একসময় এক জীবন বদলে দেওয়া মহীরুহের সান্নিধ্যে প্রবেশ। এরপর ধীরে ধীরে দ্বীনের পথে তার পথচলার আত্মজৈবনিক এক সুখদ বর্ণনা। তার সেই সুখদ বর্ণনার নাম : পরিবর্তন ও প্রত্যাবর্তন। ১৪৪ পৃষ্ঠায় ৩২টি গল্পে জীবনের গল্প, জীবন বদলের গল্প, জীবন পাওয়ার গল্প।

মুহাম্মাদ আদম আলীর লেখা পড়তে মজা লাগে। গদ্যে স্বাদু একটা ব্যাপার আছে। তার কোনো বই হাতে এলে প্রথম সুযোগে আমি পড়ে ফেলি। তার প্রায় সব লেখাই কিছুটা আত্মজৈবনিক, সব লেখাই মন ও চোখ টেনে নিয়ে যায়। এ বইটি তো আরেকটু বেশি টানার মতো। তরতর করে পড়ার মতো।

— **মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ**, সম্পাদক, ইসলাম টাইমস

সত্যি কথা বলতে কি, আমার কাছে মনে হয়েছে বিগত কয়েক বছরে এর চেয়ে ভালো ইসলামি বই, এমনকি দ্বীনের আসার পর থেকে এর চেয়ে ভালো ইসলামি সাহিত্যমান সম্পন্ন বই আমি পড়িনি। হ্যাঁ, ইলমী কিতাবাদি হয়তো অনেক পড়েছি। কিন্তু আপনাকে আবিষ্ট করে রাখবে, আচ্ছন্ন করে রাখবে, মোহিত করে রাখবে এমন বই পড়িনি।

— **জোজন আরিফ**, লেখক ও অনুবাদক

একা একা আমেরিকা
মুহাম্মাদ আদম আলী

পৃষ্ঠা ১৬০; ৫.৫ x ৮.৫ ইঞ্চি (হার্ড কভার)
প্রকাশকাল : মার্চ ২০১৮
ISBN : 978-984-92291-9-3
মূল্য : ৩০০ টাকা

একা একা আমেরিকা কিতাবটি একটি সফরনামা। তুরস্ক এবং আমেরিকা সফরের কিছু চমকপ্রদ ঘটনা সহজ-সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় এতে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ কিতাবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, সমকালীন দু-জন প্রসিদ্ধ ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং হরদুই হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেব রহ.-এর খলীফা—প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম এবং হযরত মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া দামাত বারাকাতুহুম—আমেরিকায় আয়োজিত ঘরোয়া মাহফিলে এদেশ থেকেই টেলিফোনে বয়ান করেছিলেন যা এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া এ কিতাবে আমেরিকার মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে যা এক কথায় অসাধারণ। আশা করা যায়, সব শ্রেণির পাঠকই এ কিতাব থেকে উপকৃত হবেন এবং এটি সকলের জন্য দ্বীনের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

আমার এই বন্ধুর লেখার সাথে যারা পরিচিত, তারা জানেন, অত্যন্ত গতিময় আর সাবলীল তার লেখনী। আধুনিকতা আর কাব্যিক অনুভূতির সঙ্গে ইসলামী-জীবনবোধের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ থাকে তাতে। এ বইটিও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানেও খুব সাধারণ ঘটনাগুলো 'সেই জীবনবোধের' স্পর্শে অসামান্য হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। গতানুগতিক ভ্রমন-কাহিনীর সঙ্গে এটাই এর সবচেয়ে বড় পার্থক্য।

— **মেজর খন্দকার মুহাম্মাদ আরিফ (অব.)**

প্রফেসর হযরতের সাথে নিউজিল্যান্ড সফর
মুহাম্মাদ আদম আলী

পৃষ্ঠা ১৪৪; ৫.৫ x ৮.৫ ইঞ্চি (পেপারব্যাক)
প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০১৪, আগস্ট ২০১৫
ISBN : 978-984-91176-1-2
মূল্য : ২২০ টাকা

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম ১ -১৬ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড সফর করেছেন। এটা ছিল একটা দীর্ঘ সফর। নিউজিল্যান্ডের অনেকগুলো শহরে তিনি গিয়েছেন। অকল্যান্ড, হ্যামিলটন, টি-আরোহা, তাওরাঙ্গা এবং রোটুরুয়ায় প্রোগ্রাম করেছেন। প্রফেসর হযরতের সাথে আরও দুজন সফরসঙ্গী ছিলেন। এই বইয়ের লেখক তাদেরই একজন, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্বেচ্ছায় অবসরপ্রাপ্ত কমান্ডার মুহাম্মাদ আদম আলী। তিনি হযরতের নিউজিল্যান্ড সফরের ব্যাপারে ভিসা থেকে শুরু করে যাবতীয় সব ব্যবস্থাপনায় প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। খাদেম হিসেবে হযরতের সাথে সফরও করেছেন। প্রফেসর হযরতের বয়ান, ঐ দেশের মানুষ সম্পর্কে তার অনুভূতি এবং সেখানকার মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে তার বিজ্ঞ পরামর্শ খুব যত্নসহকারে খেয়াল করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি সেদেশের মুসলমানদের অবস্থা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। সেগুলো খুবই প্রাঞ্জল ভাষায় সাবলিল ভঙ্গিতে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। এখানে পাঠকসমাজ ভ্রমণ কাহিনীর পাশাপাশি আল্লাহওয়ালার সাথে সফরের ভিন্ন এক অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাবেন, যা আপনাকে মুগ্ধ করবে।

❝এ বইয়ে লেখক এমন এক শৈল্পিক ভঙ্গিতে সফরের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা এক কথায় অসাধারণ। আধুনিক গদ্য, সহজ-সরল উপস্থাপনা ও দ্বীনী উপলব্ধিতে এর প্রতিটি লাইন সমৃদ্ধ। আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে সফর করার যে উদ্দেশ্য ও সার্থকতা, তা যথার্থভাবেই তিনি এখানে তুলে ধরেছেন। পারপার্শ্বিক দৃশ্য বর্ণনার পাশাপাশি নিউজিল্যান্ডে মানুষের দ্বীনী অনুভূতিও বাস্তবসম্মতভাবে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বই আপনাকে আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে যেতে উৎসাহিত করবে।

— জনৈক পাঠক

সূর্যালোকিত মধ্যরাত্রি
মুহাম্মাদ আদম আলী

পৃষ্ঠা ১৬০; ৫.৫ x ৮.৫ ইঞ্চি (পেপারব্যাক)
প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০১৫
ISBN : 978-984-91176-2-9
মূল্য : ২৩০ টাকা

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম ৫ মে ১৫ থেকে ২৭ মে ২০১৫ পর্যন্ত তুরস্ক, আমেরিকা এবং কানাডা সফর করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাকে তার খাদেম হিসেবে থাকার তাওফীক দিয়েছেন। এটা ছিল অন্যান্য সফরের তুলনায় ব্যতিক্রমী সফর। মূল সফর ছিল কানাডা। তার্কিস এয়ারলাইনসে ট্রাভেল করার সুবাধে তুরস্কে সফর হয়েছে। আর সফরের সুবিধার জন্য আমেরিকা যুক্ত হয়েছে। তুরস্কে কোন দ্বীনি প্রোগ্রাম হয়নি। বিশ্রামই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তথাপি ইস্তাম্বুল শহরের পুরোনো ঐতিহ্য, তোপকাপি যাদুঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের বিভিন্ন নিদর্শন দেখার তাওফীক হয়েছে। নিউইয়র্কে দুদিন অবস্থানে দুটি প্রোগ্রাম হয়েছে। কানাডায় প্রথম এগার দিন বিভিন্ন শহরে প্রোগ্রাম হয়েছে। কিন্তু সফরের প্রায় শেষ দিকে হযরত অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমেরিকার ফ্লোরিডা, ডলাসসহ আরও কয়েকটি শহরে প্রোগ্রাম করার কথা ছিল। সেগুলো আর সম্ভব হয়নি। হযরতের অসুস্থতা বেড়ে গেলে দ্রুত দেশে ফিরে আসতে হয়েছে। এ সফরে কষ্ট এবং সৌভাগ্য পাশাপাশি এসেছে। আমি আমার সেই অভিজ্ঞতার কথা এখানে বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করেছি।

❝গভীর আল্লাহপ্রেম, প্রচণ্ড আল্লাহভীতি, আর পরম আধ্যাত্মিকতার টনটনে, টলমলে, নিটোল ও ঝরঝরে গদ্যের কোনো বই যদি পড়তে চান, তাহলে নিশ্চিন্তে হাতে নিতে পারেন *পরিবর্তন প্রত্যাবর্তন*, *সোহবতের গল্প*, *প্রফেসর হযরতের সাথে আমেরিকা সফর*, *নিউজিল্যান্ড সফর*, *সূর্যালোকিত মধ্যরাত্রি*, *একা একা আমেরিকা*-এর মতো বইগুলো। *একজন আলোকিত মানুষ*-এর কথা আলাদা করে কী বলবো, হাতে নিয়ে দেখেই জেনে নিতে পারেন, কী জিনিস তা। ইসলামি সাহিত্যের সেরা লেখক-বিচার-বিশ্লেষণ যদি কখনো হয় এদেশে, ইনশাআল্লাহ, একজন আদম আলীর নাম সেই তালিকার প্রথমেই থাকবে বলে আশাবাদী।

— মাওলানা জাবির মুহাম্মাদ হাবীব